Cosmo School

শ্রেণিঃ সপ্তম

বিষয়ঃ বাংলা ২য় পত্র

উপসর্গ

উপসর্গঃ

যেসব অব্যয়সূচক শব্দ বা শব্দাংশ ধাতু বা নাম শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে ও শব্দগুলোর অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সব অব্যয়সূচক শব্দাংশকেই উপসর্গ বলে। যেমনঃ 'ধান' একটি মূল শব্দ। এর পুর্বে 'প্র' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'প্রধান' যার অর্থ 'মূখ্য', 'মূল'। আবার 'ধান' এর পূর্বে 'পরি' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'পরিধান' যার অর্থ হয় ' কাপড় বা গয়না পরা'। আবার 'ধান' এর পূর্বে 'বি' উপসর্গ যোগ করলে হয় 'বিধান' যার অর্থ হয় 'নিয়ম' বা 'নীতি'।

অর্থবাচকতা মানে হলো, নিজের স্বাধীন কোন অর্থ থাকা।

অর্থদ্যোতকতা মানে হলো, অন্যের অর্থকে প্রাভাবিত করার ক্ষমতা থাকা।

উপসর্গের নিজের কোন অর্থ নেই তাই উপসর্গ শব্দ নয় এটি শব্দাংশ। উপসর্গের নিজের কোন অর্থ না থাকলেও এটি অন্য শব্দের পূর্বে বসে সেই শব্দের অর্থকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই বলা হয় **উপসর্গের অর্থবাচকতা** নেই কিন্তু **অর্থদ্যোতকতা** আছে।

উপসর্গের কাজঃ

শব্দের আগে উপসর্গ বসে শব্দকে যেভাবে প্রভাবিত করে তা হলঃ

১। নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে। (উদাহরনঃ আ + দেশ = আদেশ)

২। শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধন করে। (উদাহরনঃ অনা + হার = অনাহার)

৩। শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে। (উদাহরনঃ ভর + দুপুর = ভরদুপুর)

৪। শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করে। (উদাহরনঃ প্র + ভাব = প্রভাব)

৫। শব্দের অর্থের সংকোচন করে। (উদাহরনঃ আব + ছায়া = আবছায়া)

উপসর্গের প্রয়োজনীয়তাঃ

১। নতুন শব্দ তৈরি করে ও ভাষার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

২। শব্দের অর্থের পরিবর্তন সাধন করে।

৩। শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন করে।

৪। শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করে।

৫। শব্দের অর্থের সংকোচন করে।

৬। এর সার্থক প্রয়োগে ভাষার অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়।

উপসর্গের শ্রেণিবিভাগঃ

উপসর্গ ৩ প্রকার। যথাঃ

১। বাংলা উপসর্গ (২১টি)

২। তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ (২০টি)

৩। বিদেশি বা বৈভাষিক উপসর্গ

খাঁটি বাংলা উপসর্গ খাঁটি বাংলা উপসর্গের শব্দের পূর্বে বসে। বাংলা উপসর্গ ২১টি হলোঃ

অ, অঘা, অজ, অনা,

আ, আড়, আন, আব,

ইতি, উন(উনা), কদ, কু,

নি, পাতি, বি, ভর,

রাম, স, সা, সু, হা।

তৎসম উপসর্গ তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের পূর্বে বসে। তৎসম উপসর্গ ২০টি হলোঃ

প্র, পরা, অপ, সম, নি,

অনু, অব, নির, দূর, বি,

অধি, সু, উৎ, পরি,

প্রতি, অতি, অভি, অপি,

উপ, আ।

আ, সু, বি, নি এই ৪টি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উভয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়।

 # বিদেশি উপসর্গঃ বিদেশি উপসর্গের সংখ্যা অনেক। তবে বাংলা ভাষায় সাধারণত যেগুলো ব্যবহৃত হয় তা হলোঃ

আরবি (৬টি), ফারসি (১০টি), হিন্দি (০১টি), ইংরেজি (০৪টি)।

জ্ঞানমূলক প্রশ্নঃ

১। শব্দ বা ধাতুর আদিতে যা যোগ হয় তাকে কী বলে?

২। অর্থবাচকতা বলতে কী বোঝ?

৩। উপসর্গের কাজ কী কী?

৪। উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা কী?

৫। উপসর্গ মূলত কত প্রকার ও কী কী?

৬। উপসর্গ শব্দের কোথায় বসে?

৭। বাংলা উপসর্গ কয়টি ও কী কী?

৮। বাংলা উপসর্গ কোন জাতীয় শব্দের পূর্বে বসে?

৯। তৎসম উপসর্গ কয়টি ও কী কী?

১০। তৎসম উপসর্গ কোন জাতীয় শব্দের পূর্বে বসে?

১১। উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা আছে কী?

১২। উপসর্গ কাকে বলে? ২টি উদাহরণ দাও।

১৩। কয়টি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উভয়েই আছে? সেগুলো কী কী?

১৪। নিচের উপসর্গ গুলো কোনটি কোন ভাষার উপসর্গ তা নির্ণয় কর ও লিখ।

প্র, অঘা, উৎ, পাতি, ভর, কদ, আ, ইতি উন, বি

শিক্ষক- শাহরিন সুলতানা মৌলী

বাড়ির কাজ নিচের ইমেইল এ মেইল করবেঃ

sultanasharin@gmail.com **(মেয়েদের ক্যাম্পাস)**

isratjahan11335@gmail.com **(ছেলেদের ক্যাম্পাস)**